নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১। অর্থ বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সার্বিক পরিস্থিতি, সংস্কার কার্যক্রমসমূহ, এ বিভাগের বিস্তারিত কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো, এর ১০টি অনুবিভাগসহ মনিটরিং সেল, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক- এর কার্যালয় এবং হিসাব মহানিয়ন্ত্রক- এর কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম বর্ণিত হয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত ৬টি প্রকল্পের তথ্যাদিও প্রতিবেদনটিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, ১৯৯৬-এর Schedule-I (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions)- এ অর্থ বিভাগের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হলো- (ক) রাজস্ব নীতি (Fiscal Policy) প্রণয়ন এবং কেন্দ্রিয় ব্যাংক প্রণীত মুদ্রা নীতি (Monetary Policy) এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা; (খ) সম্পদের সুষম ব্যবহার এবং অপচয় রোধ করার জন্য সম্পদ বন্টন ও ব্যবহারে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে আর্থিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠা; (গ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের সমন্বয়ে বাজেট প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে সহায়তা প্রদান এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা এবং (ঘ) সার্বিকভাবে রাষ্ট্রের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৩। সামষ্টিক অর্থনীতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন বাস্তবানুগ নীতি ও সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.২৪ শতাংশ। একই সাথে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬০২ মার্কিন ডলারে এবং মাথাপিছু জিডিপি ১,৩৮৫ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে মূল্যস্ফীতিও লক্ষ্যণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৩.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা বৈদেশিক খাতকে ক্রমেই শক্তিশালী করছে।

৪। জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করে তা যথাসময়ে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা বাজেট অনুবিভাগ-১- এর প্রধান দায়িত্ব। এ অনুবিভাগ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করেছে। প্রস্তাবিত বাজেটের সাথে বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাজেট, ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রাঃ হালচিত্র, ২০১৭ শীর্ষক ২টি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন ভিত্তিক প্রকাশনা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি জলবায়ু সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজেট প্রতিবেদন, জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন এবং বাজেটের বিভিন্ন ডকুমেন্ট (বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ) জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ৭৮টি কর্মসূচি অনুমোদন ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মৃত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সরকারি ঋণ ও সুদ মওকুফের ৬৩টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে "Public Financial Management Reform Strategy, 2016-21" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫। বাজেট অনুবিভাগ-২ উন্নয়ন প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণসহ বিস্তারিত উন্নয়ন বাজেট প্রস্তুত ও প্রকাশ এবং প্রকল্পের জন্য কোড প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। পাশাপাশি এ অনুবিভাগ উন্নয়ন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ এবং অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে। 'উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা' শীর্ষক পুস্তিকা এবং 'মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (উন্নয়ন)' পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ এ অনুবিভাগের অন্যতম কাজ। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হলো: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (উন্নয়ন) সংক্রান্ত বই প্রস্তুত; মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়ন; ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ; আন্তমন্ত্রণালয় কমিটির ৩৬টি সভায় ২৭২টি নতুন প্রকল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় পদ/জনবলের সুপারিশ; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের ১,৬৬০টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদান; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ১১টি কর্মসূচি গ্রহণ; ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ) খাতের বরাদ্দের বাজেট অথারাইজেশন জারি করা হয়েছে। বাজেটের সাথে

জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য সম্পাদিত বিভিন্ন ডকুমেন্ট প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের খসড়া ঋণচুক্তি, আইন, নীতি ইত্যাদির উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে।

৬। ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের মূল কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতা বহির্ভূত কর-রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন, কর বহির্ভূত রাজস্ব ধার্য ও আদায় কার্য পরিবীক্ষণ, ঋণ মিশ্রণ (debt mix) নির্ধারণ, বৈদেশিক ঋণের শর্ত-নির্ভরশীলতা (conditionalities) যাচাই, সরকারি ঋণের টেকসই অবস্থা (Debt Sustainability) বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ, সরকারি বন্ডের বাজার সম্প্রসারণ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা, সরকারের প্রাপ্য ডিএসএল (Debt Service Liability) এর অর্থ আদায় এবং বাজেট থেকে প্রদত্ত ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ অনুবিভাগ সম্পাদিত অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নতুন প্রকল্পে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে খসড়া SLA (Subsidiary Loan Agreement) এবং LA (Loan Agreement)-এর ওপর মতামত প্রদান করে বাজেট অনুবিভাগে প্রেরণ; বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে ডিএসএল অধিশাখার মতামত প্রদান; ডিএসএল (লগ্নী-পুনঃলগ্নী) হিসাব বিবরণী ও নির্দেশিকা (২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত)-পুস্তিকাটি বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রেরণ; সরকারি ইক্যুইটির হিসাব হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ। এ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ইক্যুইটি নির্দেশিকা মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ; ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য সংস্থা/ওয়ারী আসল ও সুদ বাবদ প্রাপ্য অর্থের হিসাব সংযুক্ত তহবিল প্রাপ্তি বাজেটে প্রদর্শনের নিমিত্ত ডিএসএল বাজেট প্রণয়নপূর্বক জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করণ; ক্রেডিট লাইন ভিত্তিক পরিশোধিত ডিএসএল (DSL) ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে MS Excel এ সংরক্ষণ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের ডিএসএল মওকুফ ও ইক্যুইটিতে রূপান্তর যথাযথভাবে সমন্বয় করে হিসাব হালনাগাদ করণ; বাজেট অনুবিভাগ থেকে সম্পাদিত SLA/LA পাওয়ার পর যথাযথভাবে ক্রেডিট লাইনভিত্তিক ডিএসএল হিসাব খোলা হচ্ছে এবং প্রাপ্ত SLA/LA -এর কপি অর্থ বিভাগের Central Server-এ সংরক্ষণ; ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ, ইক্যুইটিতে রূপান্তর, ডিএসএল মওকুফ বা বকেয়ার সাথে সমন্বয় ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রেরিত প্রস্তাবের ওপর মতামত প্রদান এবং এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে সে অনুযায়ী হিসাব হালনাগাদকরণ; ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের যাবতীয় কার্যক্রমের সাচিবিক সহায়তা প্রদান; ৫ টাকা মূল্যমানের কারেন্সি নোট ইস্যু এবং ২ টাকা মূল্যমানের কারেন্সি নোটের মেশিন প্রুফ অনুমোদন; দেশের ১০টি জেলার ট্রেজারিতে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে অচল ঘোষিত, ব্যবহার অনুপযোগী ও চাহিদাবিহীন স্ট্যাম্পসমূহ বিনষ্টকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন; সর্বমোট ৬২টি জেলা ট্রেজারির নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন; বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অর্থায়ন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য বা সেবা আমদানী অর্থায়নে গৃহীত ঋণের বিপরীতে ১১টি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৯টি গ্যারান্টি প্রদান প্রভৃতি।

৭। সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ আর্থিক নীতি, মুদ্রানীতি, বিনিময় হার নীতি ও বহিঃখাত সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধন; মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (Medium Term Macroeconomic Framework-MTMF) নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ; বাজেট অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি বাজেট পূর্বাভাস ও মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (Medium Term Macroeconomic Policy Statement-MTMPS) প্রণয়ন। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রণয়ন ও নিয়মিত হাল নাগাদকরণ; অর্থনীতির চারটি খাতের (প্রকৃত, রাজস্ব, আর্থিক ও বহি:খাত) চলকসমূহের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ; মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি প্রণয়ন; বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য Macro-fiscal Forecasting Model তৈরি ও দীর্ঘমেয়াদি গ্রোথ মডেলের (LTGM) কাজ সম্পাদন; Macro-fiscal Database তৈরির কাজ সম্পাদন; বাজেট বক্তৃতার ইনপুট সংগ্রহ ও সংকলন, খসড়া প্রণয়ন ও ইংরেজি অনুবাদ; বাজেট ঘোষিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন/সারণি প্রস্তুতকরণ; Standard & Poor's (S&P), Moody's ও Fitch আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং সংস্থার সাথে সভা অনুষ্ঠান, সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ এবং অন্যান্য সাচিবিক সহায়তা প্রদান; Monthly Macro-fiscal Update এবং Monthly Fiscal Report শীর্ষক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদন, ধারণাপত্র/পলিসি নোট প্রণয়ন; সার্ক, কমনওয়েলথসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ফোরাম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ প্রভৃতি।

৮। অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ দেশের অর্থনৈতিক গতিধারা ও অগ্রগতির মূল্যায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশনা; ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ও বিভিন্ন তহবিল, রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ- এর দায়িত্বে নিয়োজিত। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে: সরকারের অন্যতম তথ্য/উপাত্ত ভিত্তিক দলিল হিসাবে ''বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭'' প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ; "Bangladesh Economic Review, 2016" শীর্ষক ইংরেজি সংস্করণ প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ; অর্থ বিভাগের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ; বাংলাদেশের অর্থনীতির হালনাগাদ পরিস্থিতির উপর বিভিন্ন তথ্যাদি/প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিত পত্রের ভিত্তিতে প্রদান; মহান জাতীয় সংসদ অধিবেশনের সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সম্পূরক প্রশ্নসহ জবাব প্রদান; অর্থ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সরকারের বছরভিত্তিক সাফল্যের প্রতিবেদন প্রণয়ন; জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ বিভাগ সম্পর্কিত তথ্যাবলি সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অর্থ বিভাগের আওতাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের উপর মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আহবান ও সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন; বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ; ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৯টি মন্ত্রণালয়ের আওতায় অনুন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত ১১২টি চলমান কর্মসূচির উপর নির্ধারিত ছকে মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহ ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান, সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তা অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগে ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থায় প্রেরণ।

৯। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগ সরকারের রাজস্ব বাজেটভুক্ত ও বাজেট বহির্ভূত যাবতীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক আর্থিক শৃঙ্খলা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করে থাকে। এছাড়া, এ অনুবিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ও কাঠামোর অতিরিক্ত নতুন পদ সৃষ্টি, অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ, সরঞ্জাম তালিকা পরিবর্তন/পরিবর্ধন, পদ উন্নীতকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবে সম্মতি/মতামত প্রদান করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ অনুবিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তার অধীনস্থ অফিসমূহের বিভিন্ন শ্রেণির মোট ২৫,১৯৭ টি পদ সৃজন, ৩,৯৮৯ টি পদ সংরক্ষণ, ৭৪,৫৮৩টি পদ স্থায়ীকরণ ও ১৮৮টি পদ বিলুপ্তকরণে সম্মতি প্রদান করেছে।

১০। বাস্তবায়ন অনুবিভাগের সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে সরকারি অফিস, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন স্কেল নির্ধারণ/পুনর্বিবেচনা, টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, বেতন কমিশন গঠন এবং বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ। এছাড়া, অন্যান্য যে সকল বিষয়ে মতামত/ব্যাখ্যা/সম্মতি প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে: জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৬টি আদেশ প্রদান; বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের কর্মচারীদের জন্য বেতনস্কেল, ২০১৬ প্রণয়নে সম্মতি প্রদান; রাজস্বখাতে সৃজিত পদসমূহের বেতনস্কেল নির্ধারণ মোট ৭৯,১৫৭টি; উন্নয়ন খাত হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদের বেতনস্কেল নির্ধারণ মোট ৪,৯৫৬টি; সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রদানের বিষয়ে সম্মতি/মতামত মোট ৭৫টি; বেতনস্কেল উন্নীতকরণ/পূনঃ নির্ধারণ মোট ৩১১টি; রিট পিটিশন/Administrative Tribunal মামলার দফাওয়ারি জবাব প্রদান/রায় বাস্তবায়ন মোট ৭৫টি; জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রদান ৭টি; অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে মতামত/ ব্যাখ্যা মোট ৬৬টি।

১১। প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ অর্থ বিভাগের সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব, অর্থ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তরের অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ এবং অস্থায়ী পদকে স্থায়ী পদে রূপান্তর সংক্রান্ত কার্যাদি এবং অর্থ বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগের মধ্যে সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ অনুবিভাগ-এ সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ হলো: অর্থ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ; ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন ও ঘোষণার জন্য প্রাক বাজেট সভা অনুষ্ঠানসহ সকল প্রকার লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রদান; অর্থ বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ১২টি মাসিক কর্মকাণ্ডের ও ১টি বার্ষিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ; অর্থ বিভাগের সমন্বয় সভা সম্পর্কিত কার্যাবলি সম্পাদন; অর্থ বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তরের বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; অর্থ বিভাগের সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত; বাজেট প্রণয়ন ও জাতীয় সংসদে পেশ সংক্রান্ত সকল প্রকার লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান এবং বাজেট পেশ উপলক্ষ্যে

আপ্যায়ন/সাংবাদিক সম্মেলনের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ; অর্থ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের বাৎসরিক বাজেট প্রাক্কলন এবং সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন; অর্থ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মধ্যমেয়াদী বাজেট প্রণয়নের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান; অনুন্নয়ন ব্যয় ও ত্রৈমাসিক ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন; অনুন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যাবলি; হিসাবের সংগতি সাধন (Reconciliation of Accounts) সম্পর্কিত কার্যাবলি; বার্ষিক উপযোজন হিসাব (Annual Appropriation Accounts) প্রণয়ন; বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ও উদ্ভাবনী (Innovation) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; অর্থ বিভাগের ১০৮ জন কর্মকর্তাকে ই-ফাইলিং বিষয়ে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান।

১২। প্রবিধি অনুবিভাগ সরকারি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ভাতা নির্ধারণ/পুনর্বিবেচনা ও বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ অনুবিভাগের বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) এবং প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল (সিপিএফ) এর ইনক্রিমেন্ট/সুদের হার ১৩ শতাংশ নির্ধারণ; সরকারি কর্মচারীদের পেনশনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ; সরকারি কর্মচারীগণের অবসরকালীন সুবিধাদি/প্রাপ্যতা/পেনশন সমর্পণের হার পুনঃনিধারণ; ভাতা, পুরস্কার বা অনুদান সংক্রান্ত সরকারি বিভিন্ন নীতিমালা বা বিধিমালার বিষয়ে মতামত প্রদান; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনবলের পারিশ্রমিক/সম্মানী/ভাতাদি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ; সম্মানী ভাতা প্রদানে ঘটনাত্তোর অনুমতি প্রদান সম্পর্কিত কার্যাবলী; পেনশনযোগ্য চাকরির ঘাটতিকাল প্রমার্জনে সম্মতি প্রদান; ১০০% পেনশন সমর্পণকারী কর্মচারীদের নববর্ষ ভাতা প্রদান সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন জারি; ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিসহ সরকারি বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত ইন্টার্ন চিকিৎসকদের ইন্টার্নশিপ ভাতা পুনঃনির্ধারণ; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মামলাসমূহ পরিচালনার নিমিত্ত বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের অনুমোদন; জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুসারে সশস্ত্র বাহিনীর জেসিও ও সার্জেন্টগণের বেতন নির্ধারণের জটিলতা নিরসন; শারীরিক শিক্ষা কলেজে এমপিএড কোর্সের জন্য বৃত্তির প্রবর্তন; বিভিন্ন কোর্সের বৃত্তির হার পুন:নির্ধারণ; জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর আলোকে বাংলাদেশ বরাদ্দ বিধিমালা, ১৯৮২ এর বিধি-উপবিধি পরিবর্তন; সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার/ প্রাধিকার প্রাপ্ত পুলিশ /স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্ট গার্ডস রেজিমেন্টের ট্যাকটিক্যাল সাপোর্ট টিম (TST)-এর সদস্য এবং সাবমেরিন ক্রুদের কাপড়ের প্রাধিকার সৃষ্টি/বৃদ্ধিতে সম্মতি প্রদান ও এ সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজন; অনারারী লেফটেন্যান্ট ও অনারারী ক্যাপ্টেনদের কোটার সংখ্যা বৃদ্ধি; বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর শিক্ষা শাখার বিশেষ স্বল্প মেয়াদি কমিশন (Special purpose short service commission) পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিমান বাহিনী নির্দেশিকা (এএফআই) অনুমোদন ইত্যাদি।

১৩। রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট ও আর্থিক মঞ্জুরি অনুমোদন/সম্মতি প্রদান, মনিটরিং সেলের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়, রাষ্ট্রায়ত্ত/স্ব-শাসিত/বিধিবদ্ধ সংস্থা ও অধিনস্থ অংগ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পদ সৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ, রাজস্ব বাজেটে পদ স্থানান্তর, পদ বিলুপ্তকরণ ইত্যাদি এ অনুবিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হলোঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩,৮৭৯ টি পদ সৃষ্টি, ৩,০৪২টি পদ সংরক্ষণ, ১২০টি পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, ৫৭৪টি পদ স্থায়ীকরণ ও ১,১৩৬টি পদ বিলুপ্তকরণে সম্মতি প্রদান; বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আইন, ২০১৬ এর খসড়ার ওপর মতামত প্রদান; চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৬ এবং গাজিপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৬ তে মতামত প্রদান,জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা আইন-২০১৬ এর খসড়া অনুমোদন প্রভৃতি।

১৪। মনিটরিং সেল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সংশ্লেষ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়াদি যেমনঃ বাজেট প্রণয়ন ও মনিটরিং, সংস্থাসমূহের মূলধন পুনর্বিন্যাস, পুরস্কার/শাস্তি স্কিম পরীক্ষা, ভর্তুকি, ঋণ, স্ব-অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আর্থিক সম্ভাব্যতা পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত/মতামত প্রদান করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মনিটরিং সেল কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হলো: ৪৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রাক্কলন; রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১২,৯৭৯.৪৬ কোটি টাকা মূলধন যোগান; বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় সার আমদানির লক্ষ্যে সোনালী এবং জনতা ব্যাংক হতে Loan against Trust Receipt (LTR) গ্রহণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাউন্টার গ্যারান্টির মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে মতামত প্রদান; ১৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে ৩৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আর্থিক ছাড়পত্র/Liquidity Certificate প্রদান; কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও সার আমদানির অর্থায়নের উপর ভর্তুকি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম; পাটশিল্পের উন্নয়ন ও বিরাজমান সমস্যা নিরসনে সরকার

কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বিষয়ে মতামত প্রদান; চামড়াজাত দ্রব্যাদিসহ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান; বিপিসি, পেট্রোবাংলা, বাপেক্সসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রকল্প প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদান; বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, কল্যাণ ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের বাজেটের উপর মতামত প্রদান; সার আমদানি, বিভিন্ন চুক্তি, স্থানীয় ক্রয়সহ সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে নানাবিধ প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়ে মতামত প্রদান; মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহের বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বয়/ উপযোজন বিষয়ে মতামত প্রদান; চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিদ্যমান ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধের নিমিত্ত সাহায্য/ঋণ/অনুদান মঞ্জুরির বিষয়ে মতামত প্রদান; বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমন ও বাণিজ্য প্রোটোকলের আওতায় নির্দিষ্ট দুটি নৌ-পথ সংরক্ষণে ভারত সরকার কর্তৃক সংরক্ষণ চার্জ বাবদ প্রদত্ত অর্থ ব্যয়ে সম্মতি প্রদান ইত্যাদি।

১৫। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব, বিধিবদ্ধ সংস্থা, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো: মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে ৩২টি অডিট ও হিসাব রিপোর্ট পেশ; অডিট কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ৭টি ম্যানুয়েল এবং একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন; প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণ অবকাঠামোগত এবং প্রশিক্ষণগত সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ; আইটি অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ে Digital Audit Management System চালুকরণ; পেশাদারী জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে অডিট এন্ড একাউন্টস ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত অডিট বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ইত্যাদি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ প্রভৃতি।

১৬। হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় তার অধীনস্ত প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস, ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস অফিস, জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস এবং উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্তি ও ব্যয়/পরিশোধের মাসিক হিসাব এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে, প্রতিরক্ষা বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্তি ও ব্যয়/পরিশোধের মাসিক হিসাব একত্রিত করে মাসিক হিসাব প্রণয়নপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। এছাড়া, মাসিক হিসাবের উপকরণের উপর ভিত্তি করে অর্থবছর শেষে আর্থিক হিসাব ও উপযোজন হিসাব প্রণয়ন করাও এ কার্যালয়ের দায়িত্ব। উল্লেখ্য, প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব সংরক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব এ কার্যালয়ের উপর ন্যস্ত। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি, পেনশন, জিপিএফ, ঋণ ও অগ্রিম এবং প্রকল্পের ব্যয়সহ সকল দাবী নিষ্পত্তির হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর আওতাধীন হিসাবরক্ষণ অফিসসমূহের মাধ্যমে করা হয়। আধুনিক ও উন্নততর সফটওয়্যার (IBAS++) সংযোজনের ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেট ও হিসাব ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০১৬-২৭ অর্থবছরে হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলোঃ পেনশনার ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেজ প্রণয়নের কাজ সম্পন্নকরণ, সার্ভিস ডেলিভারীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে ডিজিটাইজেশন, সরকারি বাজেট ও হিসাবের শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT)-এর পরিসর বৃদ্ধি ইত্যাদি। এছাড়া, উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন, দ্রুততর পেনশন নিস্পত্তিকরণ, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এ কার্যালয় কর্তৃক বিবেচ্য অর্থবছরে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৭। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অর্থ বিভাগের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৬টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৩২,২৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকল্পসমূহের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মোট ২৪,২৯১.১৩ লক্ষ টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের ৭৫ শতাংশ।

১৮। সরকারি সেবাদান পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করে জনগণের দোরগোড়ায় সহজে সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে নিয়মিতই নানা ধরনের সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বাজেট বাস্তবায়ন কাজটি অধিকতর দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট বাস্তবায়ন মডিউল চালু করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে দেশের সকল জেলা-উপজেলায় বাজেট বাস্তবায়ন মডিউল চালু করা হবে। বিদ্যমান ১৩ সংখ্যার শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির পরিবর্তে ৩৫ সংখ্যার নতুন বাজেট হিসাব ও

শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি প্রণয়ন যা ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে চালু করা হবে; সরকারি কর্মচারীদের অবসর সংক্রান্ত ডাটাবেইজ সম্পন্ন করা যার মাধ্যম ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত অবসর ভোগীদরে মাসিক অবসর ভাতা EFT এর মাধ্যমে পরিশোধ করা সম্ভব হবে।

১৯। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, ১৯৯৬ অনুযায়ি অর্থ বিভাগ তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিশ্বায়ন ও আধুনিক অর্থ ব্যবস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থ বিভাগ ভবিষ্যতে তার গঠন ও কার্যাবলী যুগোপযোগী করে বাংলাদেশে শক্তিশালী আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে।